শিক্ষক পরিচিতি : হাফিজা খাতুন (সিনিয়র শিক্ষিকা)

শ্রেণি:৩য়

বিষয় :বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (২য় পর্ব পরীক্ষা)

অধ্যায়-৭ (পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ ও সংরক্ষণ)

ছোট প্রশ্ন:

১. বায়ু দূষণের দুটি কারণ লেখ।

উ: বায়ু দূষণ একটি অন্যতম সমস্যা। বিভিন্ন কারণে বায়ু দূষিত হচ্ছে। নিচে বায়ু দূষণের দুটি কারণ উল্লেখ করা হলো-

১. কলকারখানার কালো ধোঁয়া বায়ু দূষিত করে।

২.যানবাহন থেকে নির্গত কালো ধোঁয়া বায়ু দূষিত করে।

২. পানি দূষণের দুটি কারণ লেখ।

উ: পানি একটি মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ। কিন্তু এই পানি নানাভাবে দূষিত হচ্ছে। নিচে পানি দূষণের দুটি কারণ উল্লেখ করা হলো-

১. শিল্প-কারখানার দূষিত বর্জ্য পানিতে মিশে পানি দূষিত করছে।

২. কৃষি জমিতে ব্যবহৃত কীটনাশক পানিতে মিশে পানি দূষিত করে।

৩. অতিরিক্ত শব্দের ফলে কী হয়?

উ: অতিরিক্ত শব্দ আমাদের বিভিন্ন রকমের সমস্যার সৃষ্টি করে এবং আমাদের অনেক ক্ষতি করে। যেমন-

১. আমাদের শ্রবণ শক্তি কমে যায়।

২. মেজাজ খিটখিটে হয়।

৩. অনেক সময় তীব্র মাথা ব্যথ্যা হয়।

৪. কোথায় ময়লা-আর্বজনা ফেলা উচিত?

উ: ময়লা-আর্বজনা আমাদের পরিবেশের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এ থেকে দুর্গন্ধ এবং রোগ জীবাণু ছড়ায়। তাই আমাদেরকে ময়লা-আর্বজনা যেখানে-সেখানে না ফেলে ডাস্টবিনে অথবা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা উচিত।

বড় প্রশ্ন :

১. আমাদের কেন পরিবেশ সংরক্ষণ করা উচিত?

উ: আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তা নিয়ে আমাদের পরিবেশ। আমাদের এই পরিবেশ সংরক্ষণ করা উচিত। কারণ-

১.পরিবেশ মানুষের জীবন-জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্র।

২. মানুষ জন্ম হতে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত পরিবেশের মধ্যেই বেঁচে থাকে ।

৩. পরিবেশ আমাদের চাহিদার যোগানদাতা।

৪. দূষিত পরিবেশ মানুষের বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করে।

৫. পরিবেশ সুন্দর থাকলে মন ভাল থাকে। ফলে কাজে আনন্দ পাওয়া যায়।

তাই আমাদের সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ করা উচিত।

২.আমাদের পরিবেশ কীভাবে দূষিত হয়?

উ: আমাদের পরিবেশ নানাভাবে দূষিত হচ্ছে।মানুষ পরিবেশকে দূষিত করে পরিবেশের উপাদানগুলো দূষণের মাধ্যমে। নিচে পরিবেশ দূষণের বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করা হলো-

১. বায়ু দূষণের মাধ্যমে পরিবেশ দূষিত হয়।

২. মাটি দূষণের মাধ্যমে পরিবেশ দূষিত হয়।

৩. পানি দূষণের মাধ্যমে পরিবেশ দূষিত হয়।

৪. শব্দ দূষণের মাধ্যমে পরিবেশ দূষিত হয়।

৫. বর্জ্যদূষণ ও মানবসৃষ্ট দূষণের মাধ্যমে পরিবেশ দূষিত হয়।

------*-----

অধ্যায় ৮ঃ (মহাদেশ ও মহাসাগর)

ছোট প্রশ্ন:

১. পৃথিবীতে কয়টি মহাদেশ ও কী কী?

উ: পৃথিবীর চার ভাগের এক ভাগ হলো স্থলভাগ। এই স্থলভাগকে মহাদেশে ভাগ করা হয়েছে। কয়েকটি দেশ নিয়ে গঠিত হয় এক একটি মহাদেশ। পৃথিবীতে মোট সাতটি মহাদেশ আছে। যথা:

ক) এশিয়া

খ) ইউরোপ

গ) আফ্রিকা

ঘ) উত্তর আমেরিকা

ঙ) দক্ষিণ আমেরিকা

চ) অস্ট্রেলিয়া

ছ) এন্টার্কটিকা

২. পৃথিবীতে কয়টি মহাসাগর ও কী কী ?

উ: পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগ পানি। সাগরের চেয়ে বড় লবণাক্ত বিশাল জলরাশিকে মহাসাগর বলে। পৃথিবীতে পাঁচটি মহাসাগর আছে। যথা:

ক) প্রশান্ত মহাসাগর

খ) আটলান্টিক মহাসাগর

গ) ভারত মহাসাগর

ঘ) আর্কটিক মহাসাগর

ঙ) দক্ষিণ মহাসাগর

৩. সবচেয়ে ছোট মহাসাগর কোনটি?

উ: সাগরের চেয়ে বড় লবণাক্ত বিশাল জলরাশিকে মহাসাগর বলে। পৃথিবীতে মাট পাঁচটি মহাসাগর আছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট মহাসাগর হলো আর্কটিক মহাসাগর।

৪. দক্ষিণ মেরুতে কোন মহাদেশ অবস্থিত?

উ: পৃথিবীর চার ভাগের এক ভাগ হলো স্থলভাগ। এই স্থলভাগকে মহাদেশে ভাগ করা হয়েছে। কয়েকটি দেশ নিয়ে গঠিত হয় এক একটি মহাদেশ। পৃথিবীতে মোট সাতটি মহাদেশ আছে। দক্ষিণ মেরুতে এন্টার্কটিকা মহাদেশ অবস্থিত।

বড় প্রশ্ন:

১. বিভিন্ন মহাদেশে বাস করে এমন কিছু প্রাণীর নাম লেখ।

উ: বিভিন্ন মহাদেশে বাস করে এমন কিছু প্রাণীর নাম নিচে ছকের মাধ্যমে উল্লেখ করা হলো-

মহাদেশের নাম	প্রাণীর নাম
এশিয়া	বাঘ, হরিণ, পাণ্ডা প্রভৃতি
ইউরোপ	নেকড়ে, বন্যশুয়োর,শ্বেত শৃগাল প্রভৃতি
আফ্রিকা	জিরাফ, জেব্রা,গরিলা প্রভৃতি
উত্তর আমেরিকা	শ্বেত ভালুক, চিতা বাঘ, শ্বেত শৃগাল প্রভৃতি
দক্ষিণ আমেরিকা	ভাইপার, লামা প্রভৃতি
অস্ট্রেলিয়া	ক্যাঙ্গারু, প্লাটিপাস, এমু প্রভৃতি
এন্টার্কটিকা	পেঙ্গুইন, শ্বেতভালুক প্রভৃতি

২. আমাদের জাতীয় পতাকার বর্ণনা দাও।

উঃ জাতীয় পতাকা আমাদের রাষ্ট্রীয় সম্মানের প্রতীক। এটি আয়াতকার। এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০ঃ৬। আমাদের জাতীয় পতাকা লাল- সবুজ রঙের। লাল বৃত্তটির ব্যসার্ধ পতাকার দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। লাল বৃত্তটি পতাকার খানিকটা বাম পাশে।

--------*--------

অধ্যায়-৯: আমাদের বাংলাদেশ

ছোট প্রশ্ন:

১. বাংলাদেশের আয়তন কত?

উ: আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ। এটি এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। এর অধিকাংশ স্থান সমতল।

২. ভারত ছাড়া আর কোন দেশ বাংলাদেশের সীমানায় অবস্থিত?

উ: আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ। এটি এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। ভারত ছাড়া মায়ানমার বাংলাদেশের সীমানায় অবস্থিত।

৩. বাংলাদেশের নদীগুলো কোন সমুদ্রে পড়েছে ?

উ: আমাদের দেশে অসংখ্য নদী আছে। এ নদীগুলো সারা দেশে জালের মত ছড়িয়ে আছে। বাংলাদেশের এই নদীগুলো একটি অন্যটির সাথে মিশে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।

৪.রয়েল বেঙ্গল টাইগার কোথায় পাওয়া যায়?

উ: সুন্দরবন বাংলাদেশের দক্ষিণে খুলনা বিভাগে অবস্থিত।সুন্দরবনে পৃথিবীর বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার পাওয়া যায়।

৫. কোন কোন ফসল উৎপাদন করে আমরা বৈদেশিক মুদ্রা আয় করি?

উ: বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। এদেশে বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদন করা হয়। এদের মধ্যে পাট ও চা প্রধান অর্থকরী ফসল। এগুলো বিদেশে রপ্তানি করে আমরা বৈদেশিক মুদ্রা আয় করি।

বড় প্রশ্ন ঃ

১. আমাদের প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ কী?

উঃ প্রকৃতি হতে প্রাপ্ত সম্পদকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলে। আমাদের দেশ বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। এসবের মধ্যে প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ হলো– প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, চুনাপাথর, চিনামাটি, সিলিকা বালি, খনিজ বালি, কঠিন শিলা ইত্যাদি।

২. গাছ আমাদের কেন প্রয়োজন?

উঃ গাছ আমাদের পরম বন্ধু। গাছ আমাদের অনেক উপকারে আসে। নিচে গাছের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হলো–

ক. গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয়।

খ. গাছ থেকে আমরা বিভিন্ন রকমের ফুল-ফল পেয়ে থাকি।

গ. গাছ আমাদের ছায়া দেয়।

ঘ. গাছের কাঠ দিয়ে আমরা আসবাবপত্র তৈরি করি।

ঙ. গাছ আমাদের পরিবেশকে সবুজ ও নির্মল রাখে।

তাই আমাদের বেশি করে গাছ লাগানো প্রয়োজন।

-----*----

অধ্যায় ১০: (আমাদের জাতির পিতা)

ছোট প্রশ্ন :

১.বঙ্গবন্ধু কোথায় জন্ম গ্রহণ করেন?

উঃ আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।

২. কোথায় ও কখন বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ দেন?

উ: বঙ্গবন্ধু ঢাকার রেসর্কোস ময়দানে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণ দেন।

৩. মুক্তিযুদ্ধে আমরা কাদের পরাজিত করি?

উ: ১৯৭১ সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে আমরা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করি।

ঘ. কীভাবে বঙ্গবন্ধু শহিদ হন?

উ: ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট একদল ষড়যন্ত্রকারী ও দেশের শত্রুদের হাতে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে শহিদ হন।

বড় প্রশ্নঃ

১. আমরা বঙ্গবন্ধুর জীবন থেকে কী শিখতে পারি?

উ: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একজন মহান নেতা এবং আমাদের জাতির পিতা। আমরা তাঁর জীবন থেকে-

১. দেশ প্রেমের শিক্ষা নিতে পারি।

২. নেতৃত্ব দেওয়ার কৌশল শিখতে পারি।

৩. ভালো নেতা হওয়ার গুণাবলি শিখতে পারি।

৪. বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের সম্মান বাড়াতে পারি।

৫. সর্বোপরি দেশের মানুষের কল্যাণে ও উন্নয়নে কাজ করার শিক্ষা পেতে পারি।

২. বঙ্গবন্ধুকে কেন আমাদের জাতির পিতা বলা হয়?

উ: বঙ্গবন্ধুর আহবানে ১৯৭১ সালে বাঙ্গালি জাতি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে ৯ মাস যুদ্ধের পর আমরা বিজয় লাভ করি। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হয়।তাই বঙ্গবন্ধুকে আমাদের জাতির পিতা বলা ।

------o-----

অধ্যায় ১১: (আমাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি)

ছোট প্রশ্ন :

১. ভাষা আন্দোলনের দাবি কী ছিল?

উ: ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন হয়। এ আন্দোলনের প্রধান দাবি ছিল বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার স্বীকৃতি প্রদান।

২. ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবসের মধ্যকার সময়ে কী ঘটে?

উ: ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবসের মধ্যকার সময়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংঘঠিত হয়। বাঙ্গালি জাতি বীরদর্পে পাকিস্তানি বাহিনীর মোকাবেলা করে এবং বিজয় লাভ করে।

৩. ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে কারা আত্মসর্মপণ করে?

উ: ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাঙালিদের কাছে আত্মসর্মপণ করে।

৪. গ্রাম বাংলার দুটি উৎসবের নাম লেখ।

উ: বাংলাদেশ উৎসব প্রিয় দেশ। বিভিন্ন সময়ে এদেশে বিভিন্ন উৎসব পালন করা হয়। নিচে গ্রাম বাংলার দুটি উৎসবের নাম লেখা হলো–

১. নবান্ন উৎসব ২. পহেলা বৈশাখ।

বড় প্রশ্নঃ

১. স্বাধীনতা দিবস কীভাবে উদ্‌যাপন করা হয় লেখ।

উ: স্বাধীনতা দিবস আমাদের জাতীয় জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। ২৬ শে মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস। প্রতিবছর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা দিবসটি উদ্‌যাপন করি। যেমন–

ক) জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফুল প্রদানের মাধ্যমে শহিদদের স্মরণ করি। খ) দোয়া ও মিলাদ পড়া হয়।

গ) শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়। ঘ) শহিদদের পরিবারের জন্য দোয়া করা হয়।

ঙ) আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

২. বাংলাদেশের যে কোন একটি সামাজিক উৎসব সর্ম্পকে লেখ।

উ: বাংলাদেশে বিভিন্ন সামাজিক উৎসব পালন করা হয়। এরকম একটি সামাজিক উৎসব হলো পহেলা বৈশাখ। বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনে এটি পালিত হয়। এটি বাঙ্গালিদের প্রধান সামাজিক উৎসব। এ দিনে বিভিন্ন গান-বাজনা ও বৈশাখী মেলার আয়োজন করা হয়। মেলায় মাটির খেলনা,হাঁড়ি, পুতুল, বিভিন্ন রকমের মিষ্টি, কাঠের তৈরি জিনিস পাওয়া যায়। এসব মেলা ছোটদের জন্য খুবই মজার।

-----*----

অধ্যায় ১২: (বাংলাদেশের জনসংখ্যা)

ছোট প্রশ্ন :

১. বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব কত?

উ: বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতি পূর্ণ রাষ্ট্র। এদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতিবর্গকিলোমিটারে ১০১৫ জন।

২. বাংলাদেশে নারী অথবা পুরুষ কাদের সংখ্যা বেশি?

উ: বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার নারী-পুরুষের শতকরা অনুপাত ৫০.০১ ভাগ পুরুষ এবং ৪৯.৯৯ ভাগ নারী। সুতরাং আমরা বলতে পারি নারীর তুলনায় পুরুষের সংখ্যা বেশি।

৩. ছোট পরিবারের একটি সুবিধার কথা লেখ।

উ: যে পরিবারে লোকসংখ্যা কম তাকে ছোট পরিবার বলে। এ ধরনের পরিবারে অনেক সুবিধা রয়েছে। তেমনি একটি সুবিধা হলো– ছোট পরিবারে সকলের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব।

বড় প্রশ্ন:

১. যানবাহন ব্যবস্থার উপর অধিক জনসংখ্যার প্রভাব কী?

উ: যানবাহন ব্যবস্থার উপর অধিক জনসংখ্যার অনেক নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। নিচে সেগুলো উল্লেখ করা হলো। যেমন–

১. সীমিত যানবাহনের উপর চাপ পড়ে।
২. মানুষের যাতায়াত কঠিন হয়।
৩. রাস্তা-ঘাটে মানুষের ভিড় বাড়ে।
৪. বাস,ট্রেন,লঞ্চে অতিরিক্ত যাত্রী বহন করতে হয়।
৫. অনেক ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ঘটে এবং জান-মালের অপূরণীয় ক্ষতি হয়।

২. পরিবেশের উপর অধিক জনসংখ্যার ক্ষতিকর প্রভাব কীভাবে রোধ করা যায়?

উ: অধিক জনসংখ্যা পরিবেশের উপর নানা ধরনের ক্ষতিকরপ্রভাব বিস্তার করে। তাই এ ধরনের প্রভাব রোধে আমাদের বিশেষ কিছু কাজ করতে হবে। নিচে সেগুলো উল্লেখ করা হলো। যেমন:

১. আমাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে।
২. ছোট পরিবার গঠন করতে হবে।
৩. জনগণকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে।
৪. পরিকল্পিত শিল্পায়ন ও নগরায়ন করতে হবে।
৫. পরিবেশের ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্য বেশি করে গাছ লাগাতে হবে।